১ নভেম্বর থেকে খাদ্য ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক



ছবি: সংগৃহীত

আগামী ১ নভেম্বর থেকে রাস্তার পাশের খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ, বেকারি, খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক হচ্ছে। একই সঙ্গে বাজারজাত করা খাদ্যপণ্যের প্যাকেটে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের (বিএফএসএ) নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত নিবন্ধন বা লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা করলে শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে।

বুধবার (২১ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছেন বিএফএসএর জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবুল হাসনাত। তিনি জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'নিরাপদ খাদ্য (রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২৬' করা হয়েছে। গত ১৬ জুলাই এটি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

নতুন বিধান অনুযায়ী, ১৬ শ্রেণির খাদ্য ব্যবসা ও স্থাপনার নিবন্ধন নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে প্রথমবার নিবন্ধন বিনামূল্যে করা যাবে। পাশাপাশি চার শ্রেণির বিশেষায়িত খাদ্য ব্যবসার জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিবন্ধনের আওতায় রয়েছে রেস্তোরাঁ, বেকারি, মিষ্টির দোকান, ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান, ফলের রস ও পেস্ট্রির দোকান, দুগ্ধজাত ও প্যাকেটজাত খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া রাস্তার পাশের পিঠা, পুরি ও পেঁয়াজু বিক্রেতা, পাইকারি মুদি ব্যবসায়ী, খাদ্য সংরক্ষণাগার, কোল্ড স্টোরেজ এবং কাঁচা ও তাজা খাদ্য আমদানিকারকদেরও নিবন্ধন নিতে হবে।

শিশুদের ফর্মুলা দুধ, বিশেষ পুষ্টির চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খাবার, স্বাস্থ্য সহায়ক ও সম্পূরক খাদ্য, প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক পণ্যের মতো বিশেষায়িত খাদ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের বিধান রাখা হয়েছে। জৈব, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও জেনেটিক্যালি মডিফায়েড খাদ্য এবং খাদ্য সংযোজন দ্রব্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ, আমদানি, রপ্তানি ও বিপণনেও প্রযোজ্য নিয়ম মানতে হবে।

বিএফএসএ জানিয়েছে, নিবন্ধনের জন্য ৫.১ নম্বর ফরম এবং লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত ৬.১, ৭.১, ৮.১ ও ৯.১ নম্বর ফরমে আবেদন করতে হবে। শুরুতে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে আবেদন করা যাবে। পরে অনলাইনে শতভাগ আবেদন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

স্থাপনার আয়তন অনুযায়ী লাইসেন্স ফি নির্ধারণ করা হবে। ১০০ বর্গমিটার বা তার কম আয়তনের স্থাপনার ফি ১০ হাজার টাকা এবং ১০ হাজার বর্গমিটারের বেশি আয়তনের স্থাপনার নতুন লাইসেন্স ফি ৬০ হাজার টাকা। নিবন্ধন ও লাইসেন্সের মেয়াদ হবে তিন বছর; এরপর নবায়ন করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের মতে, খাদ্যপণ্যের প্যাকেটে নিবন্ধন নম্বর থাকলে পণ্যের তথ্য যাচাই ও অভিযোগ জানানো সহজ হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন ও লাইসেন্স নেওয়ার জন্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতি নিতে বলেছে বিএফএসএ।